তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রহণচ্ছলে পূর্বেই হরিসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীনীলাম্বর-চক্রবর্তি-কর্তৃক বালকরূপী বিশ্বম্ভরের লগ্ন-বিচার, মিশ্র-ভবনে আনন্দোৎসব ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্মতিথি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেই গ্রহণের ছলে হরিসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়া পরে জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

এমন কি, যাঁহারা জন্মেও কোন দিন ভুলক্রমে মুখে হরিনাম উচ্চারণ করেন নাই, তাঁহারাও সেইদিন উচ্চ-হরিধ্বনি করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে ধাবিত হইলেন। দশদিক কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত হইল। শ্রীশচী-জগন্নাথ পুত্রের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরম-জ্যোতির্বিদ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভুর লগ্নবিচারে মহারাজ চক্রবর্তীর লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্ময়ের সহিত সর্বসমক্ষে লগ্নানুরূপ কথা কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলে কোনও বিপ্র মহাজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব, জগদুদ্ধারকত্ব, সর্বধর্ম-সংস্থাপকত্ব, অপূর্ব প্রচারকত্ব, শিব-শুকাদির বাঞ্ছিত-ধর্মের প্রদাতৃত্ব, সর্বজীব-করুণত্ব, সর্বজগৎ-প্রীণনত্ব, সর্বজীব-নমস্যত্ব প্রভৃতি অলৌকিক গুণের কথা ব্যক্ত করিলেন। বিপ্র আরও কহিলেন যে, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড এই বালকরূপী নারায়ণের কীর্তি গান করিবে। এই শিশুর বপুঃ---সাক্ষাৎ ভাগবতধর্মময়। এই বালক যুগাবতার বিষ্ণুর ন্যায় কলিযুগধর্ম প্রচার করিয়া বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও চিত্ত আকর্ষণপূর্বক তাঁহাদেরও নমস্য হইবেন। এই বালক 'শ্রীবিশ্বম্ভর' ও 'শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র'-নামে খ্যাত হইবেন। এইরূপ শুদ্ধ আনন্দরসে পাছে কোনপ্রকার রসাভাস বা নিরানন্দের উদয় করায়,---এই ভয়ে বিপ্র প্রভুর সন্ন্যাস-লীলার কথা আর ব্যক্ত করিলেন না। অতঃপর মিশ্র-ভবনে আনন্দোৎসব-উপলক্ষ্যে বাদ্য-কোলাহল, দেবাঙ্গনা ও বরাঙ্গনাগণের একত্র সম্মিলন এবং শিশুরূপী ভগবান্‌কে ধান্যদূর্বাদি দ্বারা তাঁহাদের আশীর্বাদ-প্রদানচ্ছলে জগন্মঙ্গল-বিধানার্থ দীর্ঘকাল পৃথিবীতে প্রকট থাকিয়া লীলা-প্রদর্শন করিবার প্রার্থনা, সর্ব-নবদ্বীপে জন্মযাত্রা-মহোৎসব এবং এতদ্প্রসঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে' জন্মতিথি-মাহাত্ম্য, তৎপালনে জীবের অবিদ্যা-মোচন ও কৃষ্ণভক্তি-লাভ, বিষ্ণুর জন্মতিথির ন্যায় বৈষ্ণবাবির্ভাব তিথির তুল্য মাহাত্ম্য এবং সর্বশেষে ভক্ত ও ভগবানের জন্মকর্মাদি লীলার নিত্যত্ব-বর্ণনমুখে এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

(একপদী)

প্রেমধন-রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার।। ধ্রু।।১।।

কৃষ্ণকীর্তনপ্রচার-মুখে শ্রীগৌরাবতার—

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সংকীর্তন করিয়া প্রচার।।২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিকভাবে অবতরণ-কালে হরিধ্বনি-কোলাহলপূর্ণ বিপুল কলরবাদি ভাবি-কালে কৃষ্ণকীর্তনমুখে তাঁহার যুগধর্ম-পালনরূপ কৃষ্ণ নামপ্রেম-প্রচার-লীলাই সূচনা করিতেছে।।২-৫।।

চতুর্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া।।৩।।

সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন-বর্জিত ব্যক্তির মুখেও কৃষ্ণনামোচ্চারণ—

যার মুখ জন্মেহ না বলে হরিনাম।
সেহ 'হরি' বলি' ধায়, করি' গঙ্গাস্নান।।৪।।

হরিনাম-ধ্বনির মধ্যে সংকীর্তনৈকপিতা দ্বিজরাজের উদয়—

দশ দিক্ পূর্ণ হৈল, উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি।।৫।।

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় বিপ্র-দম্পতির পুত্রজ্ঞানে গৌরমুখ-দর্শনে হর্ষবিহ্বলতা—

শচী-জগন্নাথ দেখি' পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দস্বরূপ।।৬।।

সমবেত নারীগণের জয় ও হুলুধ্বনি—

কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে-ব্যস্তে নারীগণ 'জয়-জয়' ফুকারে।।৭।।

মিশ্র-ভবনে আত্মীয় স্বজনগণের সমাগম—

ধাইয়া আইলা সবে, যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন।।৮।।

নীলাম্বর-চক্রবর্তীর লগ্ন-বিচার—

শচীর জনক–চক্রবর্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর।।৯।।

প্রভুর দেহে মহারাজ-লক্ষণ ও প্রভুর অপ্রাকৃত রূপ-দর্শন—

মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি' চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে।।১০।।

প্রভুকে গৌড়েশ্বর বিপ্র-নৃপতি বলিয়া সংশয়—

'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বলে,—'সেই বা, জানিব তাহা পাছে'।।১১।।

অদ্বিতীয় জ্যোতিষী নীলাম্বর-কর্তৃক প্রভুর লগ্নবিচার-বর্ণন—

মহাজ্যোতির্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্নে অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে।।১২।।
"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা।।১৩।।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্বগুণের নিধান।।"১৪।।

উপস্থিত জনৈক বিপ্রের প্রভুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম করয়ে কথন।।১৫।।

অনুষ্ঠান-বিষয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইল।।৭।।

আপ্তগণ,—আত্মীয়-স্বজনগণ।।৮।।

নীলাম্বর চক্রবর্তী—শচীদেবীর পিতা; পূর্ব-নিবাস ফরিদপুর জেলান্তর্গত মগ্‌ডোবা গ্রামে ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে সকলেই ন্যূনাধিক ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞান ছিল। জাতচক্র অঙ্কন করিয়া নীলাম্বর স্বীয় নপ্তা প্রভুর ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে লাগিলেন! দেশবিশেষের ক্ষিতিজবৃত্ত রাশিচক্রের সহিত পূর্বদিগ্‌ভাগে যেখানে সম্পাত হয়, রাশিচক্রের সেই স্থানকে 'উদয়লগ্ন' বা 'জন্মলগ্ন' বলে। রাশিচক্রে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ভ্রমণ করে। উহার উত্তর-দক্ষিণ চক্র—ন্যূনাধিক ৯ অংশ এবং পূর্ব-পশ্চিম চক্র—৩৬০ অংশে বিভক্ত। এই রাশি চক্রের দ্বাদশ সমভাগে প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া যে চক্রচাপ কল্পিত হয়, উহার নাম—'রাশি'। উদয়লগ্ন বা জন্মলগ্নের দ্বিতীয় প্রভৃতি রাশিক্রমে ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, রিপু, জায়া, নিধন, ভাগ্য, কর্ম আয় ও ব্যয়,—এই দ্বাদশটী 'লগ্ন'।

প্রতি লগ্নে,—অর্থাৎ তনু প্রভৃতি দ্বাদশভাব-বিচারক লগ্নসমূহে; অদ্ভুত দেখেন,—অলৌকিক ফলসমূহ দর্শন করিলেন।।৯।।

জন্মকালে মেষে শুক্র, অশ্বিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তর ফল্গুনীতে, চন্দ্র পূর্বফল্গুনীতে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠায়, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্বাষাঢ়ায়, মকরে মঙ্গল শ্রবণায়, কুম্ভে রবি পূর্ব ভাদ্রপদে, রাহু পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদে; মেষ লগ্ন। নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বগৃহে ধর্মস্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন; দশমাধিপতি গুরুদৃষ্ট শুক্র নবমে। জন্মকোষ্ঠী যথা,—

(১) প্রভুই সাক্ষাৎ নারায়ণ, (২) শুদ্ধ সনাতন
শ্রীভাগবত-ধর্ম-সংস্থাপক—

বিপ্র বলে,—"এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইঁহা হৈতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন।।১৬।।

(৩) অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রচারদ্বারা
সর্বজগদুদ্ধারক—

ইঁহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব-জগৎ উদ্ধার।।১৭।।

(৪) সকলের দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইঁহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন।।১৮।।

(৫) দর্শনমাত্রে সর্বজীবের কৃষ্ণকীর্তন-চেষ্টা বা
ভূতদয়া ও জড়ভোগাসক্তি-রাহিত্য এবং
চৈতন্য-প্রেমোদয়—

সর্বভূত-দয়ালু, নির্বেদ দরশনে।
সর্বজগতের প্রীত হইবে ইহানে।।১৯।।

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫
দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

প্রভুর প্রত্যেক লগ্নভাব দর্শনে চক্রবর্তী অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ফল বিবেচনা করিলেন এবং প্রভুর রূপ-দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কেননা, প্রভু---স্বয়ংই স্বয়ংরূপ ভগবান্।।১০।।

লোকমধ্যে একটী ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচলিত ছিল যে, গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব কোন মহাজনই 'রাজা' হইবেন। চক্রবর্তী মনে করিলেন,---এই বালকই, বোধ হয়, ভবিষ্যতে গৌড়দেশে রাজা হইবেন, এবং পরে তাহা জানা যাইবে।।১১।।

নীলাম্বর-চক্রবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সকলের সমক্ষে প্রভুর বিভিন্ন ভাব-লগ্নের কথা যথাযথ বলিতে লাগিলেন। মহাজ্যোতির্বিৎ,---"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে।।" কিন্তু এস্থলে 'জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী বা পরম অভিজ্ঞ' এই সহজ অর্থেই ব্যবহৃত; অথবা, 'মহাজ্যোতির্বিৎ'-শব্দে পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, কুশল বা নিপুণ।।১২।।

লগ্ন গণনায় তিনি বালকের মহিমা দেখিতে লাগিলেন। 'রাজা-হেন' (রাজতুল্য) অর্থাৎ সর্বোত্তম; প্রকৃত-প্রস্তাবে বালকের মাহাত্ম্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না।।১৩।।

বৃহস্পতিই স্বর্গের দিব্য-বিদ্যার অধিকারী; মহাপ্রভু সামান্য স্বর্গাদির প্রাপঞ্চিক বিদ্যার অধিকার লাভ করা অপেক্ষা পরমার্থ-বিদ্যায় বৃহস্পতিকে জয় করিতে পারিবেন অর্থাৎ বৃহস্পতির অবতার সার্বভৌম-ভট্টাচার্যের অক্ষজজ্ঞানোত্থ ব্রহ্মবিদ্যাধিকার সূর্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ করিয়া শ্রীঅধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবা-রূপ পরা বিদ্যায় আলোকিত করিবেন। অভিজ্ঞানবাদী যে-প্রকার বহুশ্রমদ্বারা ক্রমশঃ বিদ্যাধিকার লাভ করেন, তদ্রূপ ক্রমচেষ্টাদ্বারা মহাপ্রভুর বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে না, তিনি সকলকল্যাণগুণৈকবারিধি; সুতরাং বিদ্যার সামান্য ছলনাতেই সর্ববিদ্যা পারঙ্গত হইবেন।।১৪।।

লগ্ন-বিচারকালে একজন পরমার্থবিৎ মহাজন ব্রাহ্মণরূপে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎলীলার দিব্যকর্মানুষ্ঠান বা প্রেমভক্তি-প্রচারের কথা বলিতে লাগিলেন।।১৫।।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,---এই বালক স্বয়ংই সর্বেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ; ইঁহাদ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের স্ব-স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বিবদমান সর্বধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ও সংস্থাপন হইবে।।১৬।।

(৬) অনাদি-কৃষ্ণবহির্মুখ জীবেরও গৌর-কৃপায় তচ্চরণ সেবায় অধিকার-লাভ—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।।২০।।

(৭) বিপুলশ্রবা, (৮) সর্ববর্ণাশ্রম-প্রণম্য—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্তি গাইব ইহান।
আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম।।২১।।

(৯) সদ্ধর্মের মূর্তবিগ্রহ; (১০) ব্রহ্মণ্যদেব, গো-বিপ্র-হিত ও (১১) ভক্তবৎসল—

ভাগবত-ধর্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর।।২২।।

(১২) সাক্ষাদ্ধর্মবর্মা বিষ্ণু-বিগ্রহ—

বিষ্ণু যেন অবতরি' লওয়ায়েন ধর্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব-কর্ম।।২৩।।

(১৩) অলৌকিক ও অপরিমেয় সর্বসুলক্ষণময়—

লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান?২৪।।

প্রভুপিতা সুকৃতিশালী মিশ্রকে প্রণাম—

ধন্য তুমি, মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্।
যাঁর এ নন্দন, তাঁরে রহুক প্রণাম।।২৫।।

প্রভুর নামকরণ—(১) শ্রীবিশ্বম্ভর-নাম—

হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্।
'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম হইবে ইহান।।২৬।।

(২) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র-নাম; প্রভুর পরানন্দ-বিগ্রহত্ব—

ইহানে বলিবে লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'।
এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ।''২৭।।

বৎসল-রসে সন্ন্যাস বিরুদ্ধভাবময় বলিয়া শচী ও মিশ্র সমীপে প্রভুর ভাবি-সন্ন্যাস বার্তা গোপন—

হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস।।২৮।।

মিশ্রের আনন্দ ও বিপ্রকে উপায়ন-প্রদানেচ্ছা—

শুনি' জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল, বিপ্রে দিতে চাহে দান।।২৯।।

যাহা জগতে কোনও দিন প্রচারিত হয় নাই, সেই অনর্পিতচরী উজ্জ্বলরস-সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ-ভক্তিশোভা এই শিশুর দ্বারাই সমগ্র জগজ্জীবের নিকট সমর্পিত হইবে। সমগ্র জগৎকে ইনি অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানবাদের সঙ্কীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।।১৭।।

তথ্য। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৮, ৫৫—) ''ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ। যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদঘাটিতং শৌরিণা তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ।।'' ''মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈরাশ্চর্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ। দুর্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ।।''

ব্রহ্মা, রুদ্র, শুকদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণও যাহা লাভ করিতে সর্বক্ষণ ইচ্ছা করেন, ইনি তাহা সকল-লোকের সহজ-লভ্য করিবেন।।১৮।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে জগতে সকল লোক সর্বপ্রাণীতে দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সুখ-দুঃখে নিরপেক্ষ ও চৈতন্যরসবিগ্রহ গৌর-কৃষ্ণে প্রীতি লাভ করিবেন।।১৯।।

তথ্য। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ২—) ''ধর্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিযুক্বাপি নো সন্। যদ্দত্ত-শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্যত্যুচ্চৈগায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্।।''

যবন-স্বভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ,—স্বাভাবিক, কিন্তু তাদৃশ যবনও নিজ-নিজ-যাবনিকবৃত্তি 'অভক্তি' ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগমন করিবে।।২০।।

বিপ্র-পদে দরিদ্র মিশ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি' মিশ্রচন্দ্র কান্দে।।৩০।।

মিশ্রচরণেও বিপ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পা'য়ে 'ধরি'।
আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি' 'হরি'।।৩১।।

প্রভুর লগ্ন ও কোষ্ঠী-বিচার-শ্রবণে আত্মীয়-স্বজনগণের হর্ষধ্বনি—

দিব্য কোষ্ঠী শুনি' যত বান্ধব সকল।
জয়-জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল।।৩২।।

নানাযন্ত্রে বাদনারম্ভ—

ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বাজয়ে অপার।।৩৩।।

দেবীগণের মানবীরূপ ধারণপূর্বক একত্র সমাগম—

দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে।।৩৪।।

প্রভুর মস্তকে অদিতির আশীর্বাদ-জ্ঞাপন—

দেব-মাতা সব্য-হাতে ধান্য-দূর্বা লৈয়া।
হাসি' দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া।।৩৫।।

নিত্যকাল জগতে প্রভুর প্রাকট্য-প্রার্থনা—

চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস।।৩৬।।

মানবীরূপধারিণী দেবীগণকে দেখিয়া পরিচয়-গ্রহণে শচী আদির সঙ্কোচ-বোধ—

অপূর্ব সুন্দরী সব শচীদেবী দেখে।
বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে।।৩৭।।

ইহান--ইঁহার। ব্রাহ্মণ---ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছাদি সকল-বর্ণের গুরু; তাদৃশ ব্রাহ্মণও এই বালককে প্রণাম করিবেন এবং সমগ্র জগৎ ইঁহার যশঃসৌরভে আমোদিত হইবে।।২১।।

তথ্য। (ভাঃ ৭।১১।৬---) ''ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদ ময়ো হরিঃ। স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি।।''২২।।

স্থূলদেহ ও মনসম্বন্ধি-ধর্মসমূহ ঔপাধিক মাত্র; নিত্য আত্মধর্মকেই 'ভাগবত-ধর্ম' বলে। এই শিশুর অপ্রাকৃত শরীর---সাক্ষাদ্ ভগবৎসেবা-ধর্মময় অর্থাৎ মূর্ত কৃষ্ণসেবাবিগ্রহ, সুতরাং একান্ত বিষ্ণুভক্তিপর দেবতা, দ্বিজ, গুরু, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গের প্রতি আনুগত্যাদি সকল শ্রেষ্ঠগুণই ইঁহাতে বিদ্যমান।।২২।।

জগতে বিপদ উপস্থিত হইলে দেবগণের প্রার্থনা-ফলে ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সকল বিপত্তি হইতে দেবমানবাদিকে রক্ষা করেন; এই বালকও শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় তাদৃশ বিক্রমবিশিষ্ট হইয়া সকল কর্মের সুপ্রতিষ্ঠা করিবেন।।২৩।।

মিশ্রের পুত্রদর্শনে সকলে পুত্রের মহিমা বিচার করিয়া পিতা 'পুরন্দর' অর্থাৎ জগন্নাথ-মিশ্রকে বহু ভাগ্যবান মনে করিয়া ও ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রণাম করিলেন।।২৫।।

বিপ্র স্থির করিলেন যে,---''প্রভুর কোষ্ঠী গণনা দ্বারাই আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি এবং এই শিশুর নাম—'বিশ্বম্ভর' হইবে''।।২৬।।

এই শিশুকে লোকে 'নবদ্বীপচন্দ্র' বলিয়া ডাকিবে ও অবিমিশ্র পরমানন্দময় বলিয়া জানিবে।।২৭।।

সকল শুভলক্ষণের সহিত প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিতে পারিয়া তাদৃশ দুঃখবার্তা-দ্বারা পাছে রসভঙ্গ বা রস-বিপর্যয় হয়, এজন্য সে-সকল কথা প্রকাশ করিলেন না।।২৮।।

দিব্যকোষ্ঠী,---দেবোচিত জাতচক্র।।৩২।।

মৃদঙ্গ,---মাটির তৈয়ারী খোলের উপরে চাম্ড়ার সাজ বা দোয়ালদ্বারা টান দেওয়া ও দক্ষিণ-বামপার্শ্বের চাম্ড়ার উপরে 'গাব' দেওয়া এবং সংকীর্তন গানে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রভুর জন্মকালেও মৃদঙ্গের প্রচলন ছিল।

সানাই,---ছিদ্রযুক্ত পিত্তল নির্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।।৩৩।।

ভগবজ্জন্ম হইয়াছে জানিয়া দেবস্ত্রীগণ মর্ত্যের নারীগণের সহিত একত্র তদ্দর্শনাভিলাষিণী হইয়া সমবেত হইলেন। সেই লোকসংঘট্টে কোন্টী দেবী, আর কোন্টীই বা মানবী, তাহা ভাল করিযা চিনিতে পারা গেল না।।৩৪।।

দেবীগণের শচীর পদধূলি-গ্রহণ—

শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন।।৩৮।।

বেদগুহ্য ও ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠধামাধিক মাধুর্যময় অভিন্ন-মধুবন শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে প্রভুর জন্ম-মহোৎসবানন্দের অবর্ণনীয়ত্ব—

কিবা আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে।।৩৯।।
লোক দেখে,—শচীগৃহে সর্ব-নদীয়ায়।
যে আনন্দ হইল, তাহা কহন না যায়।।৪০।।

সর্বত্র শ্রীহরিনামধ্বনি—

কি নগরে, কিবা ঘরে, কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি সর্বলোক হরি-ধ্বনি করে।।৪১।।

প্রভুর জন্মমহোৎসবানন্দাদির তাৎপর্য সকলেরই অজ্ঞাত—

জন্মযাত্রা-মহোৎসব, নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন, কেহ মর্ম নাহি জানে।।৪২।।

গৌরচন্দ্রোদয়-তিথি-মাহাত্ম্য (১) ব্রহ্মাদিরও বন্দ্য—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।।৪৩।।

(২) সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপিণী—

পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।।৪৪।।

গৌর-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়ের আবির্ভাব-তিথিদ্বয়—

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।।৪৫।।

সর্বমঙ্গলময়ী তিথিদ্বয়—

সর্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।৪৬।।

মাধব-তিথি—ভক্তিজননী ও সযত্নে সেবনীয়া—

এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।।৪৭।।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথি—সর্বসাধকেরই অবশ্য পালনীয়া—

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র।।৪৮।।

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে দুঃখ-রাহিত্য ও নিত্যানন্দাপ্তি—

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।।৪৯।।

সব্য-হাতে,—এস্থলে, দক্ষিণ-হস্তে; দেব-মাতা—কশ্যপমুনি-পত্নী অদিতি।।৩৫।।

রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় তদুপলক্ষে অজ্ঞাতসারে বহুলোক মহাপ্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পাদন করিলেন। গ্রহণোপলক্ষে উৎসব হইলেও উহা যে প্রভুর জন্মোৎসব,—এ কথা তখন সাধারণ লোক বুঝিতে পারে নাই।।৪২।।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও শ্রীচৈতন্যজন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত-তিথি ও সাক্ষাদ্ভক্তিসরূপিণী।।৪৪।।

তথ্য। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—) "তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ। যেঽভ্যর্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ।। ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসারভয়মুল্বণম্। যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি।। যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্।। ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তথা। ইদমেব পরো ধর্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণ।।"

এই দুই পুণ্যতিথি—অর্থাৎ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ও ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এই তিথিদ্বয়ের সেবা করিলে বদ্ধজীবের অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই তিথিদ্বয়—জয়ন্তীব্রত বা ভগবদাবির্ভাব-দিবস; উপোষণ প্রভৃতিদ্বারা এবং মহোৎসবাদিদ্বারা এই তিথিদ্বয়ের সেবা হয়।

ঈশ্বরের আবির্ভাবতিথির ন্যায় ভগবদ্ভক্তের জন্মতিথিও তদ্রূপ পবিত্র ও তত্তদ্দিবসে উৎসবাদি অবশ্য অনুষ্ঠেয়।।৪৮।।

তথ্য। (ভাঃ ১১।১১।২৩-২৪—) "শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ। গায়ন্ননুস্মরন্ জন্মকর্মচাভিনয়ন্ মুহুঃ।। মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ। লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে।।"

গৌর-কথা-শ্রবণে গৌর-সেবকত্ব-লাভ—

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে।।৫০।।

গৌরের জন্ম ও শৈশববলীলান্বিত আদিখণ্ডের শ্রোতব্যতা—

আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর।।৫১।।

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখী চেষ্টার উদয় হয় এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক অবতারে শ্রীচৈতন্যের সহিত পার্ষদরূপে শুভাগমন করিতে পারা যায়।।৫০।।

তথ্য। 'লীলার নাহি পরিচ্ছেদ',---চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ ৩৮০-৩৯৩ সংখ্যা—) ''অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন।। এইমত সব লীলা--যেন গঙ্গাধার। সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার।। ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি। রাসাদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্য-স্থিতি।। 'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারে কেমনে 'নিত্য' হয়।। দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে। কৃষ্ণলীলা---নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে।। জৌতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি দিনে।। সপতদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে।। রাত্রিদিনে হয় ষষ্টিদণ্ড পরিমাণ। তিন সহস্র ছয়-শত 'পল' তার মান।। সূর্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল ক্রমোদয়। সেই এক 'দণ্ড', অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়।। এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্যোদয়।। ঐছে কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে।। * * অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে। সব লীলা ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে উদয় করে।। * * কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান। তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ।।''

(লঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ ও ৪২১, ৪২৪ সংখ্যায়--) * * অস্যাদি-শূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা। স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ।।'' ''অজো জন্ম বিহীনোঽপি জাতো জন্ম্যবিরাচরৎ।।'' ''নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে। ইত্যাশঙ্ক্যাহ,---ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্যবৈভবঃ। তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি। জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ।। অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্যাৎ কদাচন।। স্ব-লীলা-কীর্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদি-লীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ।। তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি।। ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ। অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তদ্‌ভবেদানুষঙ্গিকম্। চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্তা নিজ প্রিয়াঃ।। তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণোদর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ।। কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে।। ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ।।''

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন (পূর্বকোটি রহিত), তাঁহার জন্মাদি লীলাও তদ্রূপ অনাদি; কেবল নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছা-ক্রমেই ভগবান্ মুকুন্দ প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ ঐ জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করাইয়া থাকেন। তিনি 'অজ' অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জন্ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, 'একই জনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ? এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিতেছেন,---শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপগুণবিভূতিশীল বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাঁহাদের অজত্ব, এবং প্রাকৃত ধাতুযোগ অর্থাৎ শুক্রশোণিত-সঙ্গম ব্যতিরেকে পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে আবির্ভাব হেতু তাঁহাদের জন্মিত্ব---যুগপৎ সিদ্ধ। অনল যেমন সেই সেই স্থলে তেজোরূপে বর্তমান থাকিয়াও কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি ও কাষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ অনাদি ও অদ্ভুত জন্মাদিলীলা প্রাদুর্ভূত করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্তিবিস্তার-নিবন্ধন সাধক-ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদিলীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ; বিশেষতঃ, ভীষণতর দানবগণকর্তৃক নিপীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তম ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু। অদ্যাপি পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি স্বর্গাধিপতি দেবগণের যে স্তুতি, উহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ। যদি তাঁহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কৃপানিধি কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপি কোন কোন প্রেমভক্তিবিবশ ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম বৃন্দাবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ লাভ করেন। অতএব সেই

শ্রীগৌরলীলাসমূহের নিত্য সত্যত্ব ও সনাতনত্ব—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ।।৫২।।

গৌরকৃপা-প্রভাবেই অনাদ্যন্ত গৌরলীলা-বর্ণনে যোগ্যতা—

চৈতন্যকথার আদি, অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহান কৃপায় যে বোলান, তাহা লিখি।।৫৩।।

ভগবানই স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশ শক্তিদ্বারা নয়নের গোচরীভূত হন, কিন্তু জড়নেত্রের 'বিষয়' নহেন বলিয়া জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।'' (ঐ ৪২৭ সংখ্যায়---) ''তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি।।'' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—

''অত্র পত্যবতিষ্ঠন্তে,—লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশমপ্যারম্ভপূর্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তে বিনা তৎস্বরূপং ন সিদ্ধ্যেৎ, তথা চ তদুভয়বত্ত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি? অত্রোচ্যতে,—পরেশে হরৌ ''একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'' (গোঃ তাঃ পূঃ ২০), একানেকস্বরূপায়'' (বিঃ পুঃ ১।২।৩) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন আকারানন্ত্যাৎ, ''স একধা ভবতি ত্রিধা'' (ছাঃ উঃ ৬।২৬।২) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন পার্ষদানন্ত্যাৎ, ''পরমং পদমবভাতি ভূরি'' (ঋক্ ১।৫৪।৬) ইত্যাদি প্রামাণ্যেন স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ। তত্তদাকারাদিগতয়োস্তত্তদারম্ভপূর্ত্যোঃ সত্ত্বেঽপ্যেকত্রৈকত্র তত্তল্লীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবান্যত্রান্যত্রারব্ধাস্তে ভয়েয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্। ননু অস্তু অবিচ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাৎ অন্যত্বং দুর্নিবারমিতি চেৎ? উচ্যতে,—কালভেদেনোদিতানামপ্যেকরূপাণাং লীলানামৈক্যং, যথা—'দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো, ন তু দ্বৌ পাকাবিতি, দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চারিতো, ন তু দ্বৌ গো-শব্দাবিতি (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮—শঃ ভাঃ, ও ৩।৩।১১—গোঃ ভাঃ) পাকৈক্যং শব্দৈক্যঞ্চ মন্যন্তে, তদ্বৎ তত্তদাকারাদীনাং চতুর্ণামৈক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছঙ্কা। ইত্থঞ্চ 'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।''

অর্থাৎ, এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে, 'লীলাটী ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া, আরম্ভ ও পূরণদ্বারাই লীলার সিদ্ধি বলা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না; বিশেষতঃ, আরম্ভ ও সমাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা নিবন্ধন লীলা কি-প্রকারে নিত্যা হইতে পারে?' 'তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, ''ভগবান্ বিষ্ণু---এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত'', ''ভগবান্ বিষ্ণু ---এক ও অনেক'' ইত্যাদি গোপালতাপনী ও বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণবাক্য-দ্বারা ভগবদাকারের আনন্ত্য, আবার, ''তিনি---একপ্রকার, তিনপ্রকার'' ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্বাক্যদ্বারা ভগবৎপার্ষদগণেরও আনন্ত্য, আবার, ''কৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে'' এই ঋঙ্ মন্ত্রদ্বারা ভগবল্লীলাস্থানেরও আনন্ত্য,---এই সব আনন্ত্য-নিবন্ধন লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণ-সত্ত্বেও এক এক-স্থলে সেই সেই লীলাংশ যাবৎ কাল-পর্যন্ত সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল-পর্যন্ত অন্যত্র সেই সকল লীলা আরব্ধ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না ঘটাতেই 'লীলার নিত্যত্ব' সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, লীলার অবিচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভ-হেতু লীলার সমাপ্তিও ত' অবশ্যম্ভাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই-রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই স্বীকৃত; (শাঙ্কর ও গোবিন্দ-ভাষ্যে---) যেমন, 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে' দুইবার বলা হইলেও একই পাক ক্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান ব্যতীত পাকদ্বয় বুঝা যায় না, অথবা, যেমন 'গৌঃ' 'গৌ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটী গরু বুঝা যায় না, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্বিধ আকারাদিরও ঐক্যনিবন্ধন, কোন আশঙ্কা নাই। ''একমাত্র সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপক এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ করেন'' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।

ভাঃ ৩।২।১৫, ১০।৯।১৩, ১০।১৪।২২ ও ১।১০।২৬ এবং (বৃহদ্বৈষ্ণবে---) ''নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্তির্জগৎ পতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্যসুখানুভূঃ।।'' (পদ্ম পুরাণে পাতালখণ্ডে ৭৩।১৭।২৫) ''পশ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্'', ''ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্। সত্যং ব্যাপি পরমানন্দং চিদ্‌ঘনং শাশ্বতং শিবম্।।'' ''অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিশ্চাভিধীয়তে।।'' ''সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ। নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ।।'' (মহাভাঃ শাঃ পঃ ৩৪১ অঃ ৪৩-৪৪---''এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি

গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন—

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।৫৪।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৫৫।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণন-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্তাৎ নশ্যেয়ম্ ঈশোঽহং জগতাং গুরুঃ।। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব তং জ্ঞাতুমর্হসি।।" বাসুদেবোপনিষৎ ৬।৫—) "মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্।।" (বাসুদেবাধ্যাত্মে—) "অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপারূপোঽসাবুদীর্যতে।। সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নান্যেব কর্তৃতা। অকর্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ।" (নারায়ণাধ্যাত্মে—) "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্।।"

আবির্ভাব-তিরোভাব,—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—) "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।। আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে।।" (ভাঃ ৪।২৩।১১ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ভাগবততাৎপর্যে—) "আবির্ভাব-তিরোভাবৌ জ্ঞানস্য জ্ঞানিনোঽপি তু। অপেক্ষ্যাজ্ঞস্থথা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে।।"

কহে 'বেদ',—"একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহুধা সো বিভাতি", "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (গোঃ তাঃ পূঃ ২০-২১) "স একধা ভবতি ত্রিধা" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।১), "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গীঃ ৪।৬) ইত্যাদি উপনিষদ্বচন দ্রষ্টব্য।

ভগবানের লীলা—অলাতচক্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতাও অপ্রতিহতা, কর্মফলভোগীর বিকৃত-ধারণোত্থ নশ্বর-কালক্ষোভ্যা ক্রিয়া নহে। শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ নিত্যবস্তুর প্রপঞ্চে শুভাগমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকাশ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্যজগতে নিত্যলীলারই 'অভ্যুদয়' হয় বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব—অসীম পূর্ণবস্তু, তদভিন্ন কথারও প্রারম্ভ বলিয়া শেষ নাই। তিনি—স্বতন্ত্রেচ্ছ ও জীবের নিয়ামক, সুতরাং তিনি যাহা স্ফূর্তি করাইতেছেন, তাহাই আমি শ্রৌতপন্থায় লিখিতেছি।।৫২-৫৩।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়।